সংবাদ

তারিখ 04 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডাকসু নির্বাচন : বড় দুই দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা হবে কবে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দাবিতে অনশন করছে এক ছাত্র। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, ঢাবির শিক্ষার্থী ওয়ালিদ আশরাফ গত শনিবার থেকে উল্লিখিত দাবিতে অনশন করছে। সাধারণ শিক্ষার্থীসহ একাধিক ছাত্রসংগঠন তার দাবির প্রতি সংহতি জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান গণমাধ্যমকে বলেছেন, সবাইকে একবার ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ভাবতে হবে। তিনি এ নিয়ে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন।

ডাকসু নির্বাচন হয় না দীর্ঘ ২৭ বছর। এ সময়ের মধ্যে বহুবার নির্বাচনের দাবি উঠেছে, আন্দোলন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক উপাচার্য একাধিকবার তফসিল ঘোষণা করেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারেনি। কোন কোন উপাচার্য ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও তফসিল ঘোষণা করতে পারেননি। যিনিই ঢাবির ভিসি হন তিনিই হয় উদ্যোগ নিয়েছেন নয়তো আশ্বাস দিয়েছেন। বাস্তবে ডাকসু নির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। দুই সেনাশাসক জিয়া ও এরশাদের আমলেও ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। অথচ সামরিক শাসন পরবর্তী দেশে একবারও এ নির্বাচন করা যায়নি। ঢাবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচন হয় শুধু ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাই ডাকসু নির্বাচনে আগ্রহী নন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'ডাকসু নির্বাচন ইজ মাস্ট। এটা না হলে ভবিষ্যতে নেতৃত্বশূন্যতা সৃষ্টি হবে।' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কেন নির্দেশনা দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সাধারণ শিক্ষার্থী ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোও নির্বাচন চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরও কেন এ নির্বাচন হয় না। মূলত সময় ভেদে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ভূমিকার কারণে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সেই দলের ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচনের পথে বাধা তৈরি করে। কারণ নির্বাচন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দলীয় প্রভাব খর্ব হবে। নির্বাচন না হলেই তাদের সাধারণ ছাত্রদের ওপর কর্তৃত্ব, হল দখল, টেন্ডারবাজি করা প্রভৃতিতে সুবিধা হয়। আর ক্ষমতাসীন দলগুলোও এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আমরা চাই, অনতিবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন হোক। কারণ এটাই হচ্ছে ঢাবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশ ও অধিকার আদায়ের মূল প্ল্যাটফর্ম। নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি না থাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমস্যা-সংকটের যৌক্তিক সুরাহা হচ্ছে না। তারা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের খামখেয়ালির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি রাখা জরুরি হলেও ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় সেটা করা যাচ্ছে না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই নয় জাতীয় স্বার্থেও ডাকসু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা মনে করি, ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অনেক জাতীয় নেতৃত্ব তৈরি হতে পারে। অতীতে এমনটা দেখা গেছে। রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন না হলে ভবিষ্যতে নেতৃত্বশূন্যতা সৃষ্টি হবে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের ডাকসু নির্বাচনের পথে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। আমরা মনে করি, দেশের বড় দুটি দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর আন্তরিকতা থাকলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সময়ের ব্যাপার। আমরা আশা করব, বৃহত্তর স্বার্থে দেশের বড় দুটি দল সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ...
তারিখ ...
সিস্টেম ম্যানেজার